# বুলেট

স্বপ্নময় চক্রবর্তী



বাড়িতে সকাল সাতটা নাগাদ কাকদ্বীপের একটা বৃদ্ধাশ্রম থেকে টেলিফোনে আমাকে জানানো হল--- আপনার জ্যাঠামশাই মারা গেছেন, ওঁর ইচ্ছে ছিল যেন আপনিই মুখাগ্নি করেন। সে রকমই লিখে গেছেন। আমরা বরফ দিয়ে রেখেছি। আপনি আসুন। জ্যাঠা মশাইয়ের সঙ্গে বহুদিন যোগাযোগ নেই। বাবার মৃত্যুর পর কোন দিনই--- আসেন নি। বাবা যখন ছিলেন বছরে এক আধবার আসতেন। তখন থাকতেন গোসাবাতে।কিসব সমাজ সেবার সঙ্গেযুক্ত ছিলেন। রাঙ্গাবেলিয়া টেগোর সোসাইটির সঙ্গেও কাজ করেছেন। জ্যাঠা মশাই ছিলেন লম্বা ফর্সা, খদ্দরের পাঞ্জাবী আর ধুতি পরতেন। গোসাবা থেকে কেন কাকদ্বীপ চলে গেলেন তা আমি জানি না। বাবার মৃত্যুর পর গোসাবাতেই চিঠি দিয়েছিলাম। উনি আসেন নি, তবে একটা চিঠিতে লিখেছিলেন দেহ নশ্বর। আত্ম অবিনশ্বর। মৃত্যু প্রাকৃতিক। তথাপি ছোট ভাইয়ের মৃত্যু মর্মান্তিক। আমি অশৌচ পালন করিতেছি। পারলৌকিক কার্যাদি যথা নিয়ম করিও। আমি ঠিক এসবে বিশ্বাস করিনা। তবু বাবার শ্রাদ্ধ করেছি। কারণ সামাজিক চাপ ছিল। জ্যাঠা মশাইয়ের সঙ্গে আমার আত্মিক সম্পর্কই নেই তো আত্মার সদ্‌গতি কি করে করব। তবু মৃত্যুর পরও একটা শরীর আমার জন্য অপেক্ষা করছে ভেবে আমি কাকদ্বীপ গেলাম।

ঐ বৃদ্ধাশ্রমটা খুঁজে বের করতে অসুবিধা হল না। পৌঁছালাম তখন বেলা দুটো। বরফের চাঙরের উপর শুয়ে আছেন আমার জ্যাঠা মশাই। পাশেই শতরঞ্জির উপর বসে কয়েকজন বৃদ্ধ শব্দছক করেছেন। একজন বলছেন-- মা দিয়া চাইর অক্ষরের ভালবাসা কি হইব কও দেহি! আর একজন বৃদ্ধ বললেন--- আরে এটাও জানো না, মহাববত। মহাববত। পাশে জ্যাঠা মশাই শুয়ে আছেন। আমাকে দেখে বললেন--- আপনারই জন্য অপেক্ষা। এই দেখুন ওনার উইল। একটা স খাতা আমার হাতে তুলে দিলেন এক বৃদ্ধ। দেখলাম --- মৃতদেহ সৎকার বাবদ এক হাজার,এবং শ্রাদ্ধ বাবদ এক হাজার টাকা বরাদ্দ করে গেছেন। দশ হাজার টাকা বৃদ্ধাশ্রমের মালীর ছেলেটিকে এবং দশ হাজার টাকা আশ্রমের রাঁধুনী মেয়েটিকে দান করে গেছেন। না, আমার জন্য কিছু নেই। আশা করেছিলাম আমার জন্যও কিছু রেখে যাবেন। কারণ আমি ছাড়া আর কে আছে জ্যেঠুর? জেঠু তো স্বাধীনতা সংগ্রামীর পেনশন পেতেন। জ্যাঠামশাই স্বাধীনতা সংগ্রামী ছিলেন। দু বার জেল খেটেছিলেন। শুনেছিলাম এর শরীরের ভিতরে বৃটিশের গুলি ঢুকেছিল। ধরা পড়ে যাবার ভয়ে হাসপাতালে ভর্তি হন নি। গঙ্গার ধারেই শ্মশান। বৃদ্ধাশ্রমের কয়েকজন কমবৃদ্ধশ্মশানে এলেন। রাঁধুনী মেয়েটি বাবা - বাবা বলে খুব কাঁদল। আমার জানা - চেনা শেষ ত্যাগী মানষটির মুখে আগুন দিলাম। জ্যাঠামশাই পুড়ছেন। যাঁকে শ্রদ্ধা করা যায়আমার দেখা শেষ মানুষটি পুড়ছেন। দাহ শেষ হলে শ্মশান ডোম বলল--- নাভি দিচ্ছি, গঙ্গায় ফেলতে হবে। নাভি মানে দেহের যে অংশ পোড়ে না। একটা মাটির সরায় তুলে দিল কিছু অবশেষ। ওর মধ্যে দেখি ভীষণ উজ্জ্বল দুটি চোখ। চোখ নয়, আলোর টুকরো। আসলে উত্তপ্ত ধাতুখণ্ড। আসলে সেই বুলেট। জ্যাঠা মশাইয়ের শরীরে লুকিয়ে থাকা ইতিহাস। বুলেট ভস্ম হয়নি। আগুনের স্পর্শে উত্তপ্ত হয়ে লাল। এটা গঙ্গায় বিসর্জন দিতে পারব না। এই উত্তপ্ত বুলেট আমার উত্তরাধিকার। আমি বাড়ি নিয়ে যাব। একটা কৌটোয় রেখে দেব ঐ বুলেট, যেমন রূপকথায় থাকে। আমার সন্তানের জন্য।

সৃষ্টিসন্ধান

Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com